প্রতিমন্ত্রী ফরহাদের ভাই-ভাগনের স্ত্রীর নামে সারের ডিলারশিপ



ছবি: সংগৃহীত

পঞ্চগড়ে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদের ছোট ভাই ও ভাগনের স্ত্রী সারের ডিলার নিয়োগ পেয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তালিকায় ২৯টি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভার ডিলারদের অধিকাংশই বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী কিংবা তাঁদের স্বজন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ নিয়োগ নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ডিলারশিপের আবেদনকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, একাধিক ব্যক্তির পরিবারের নামে আগে থেকেই সার বিক্রির লাইসেন্স রয়েছে। কেউ কেউ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ডিলার হয়েছেন।

তালিকায় প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই ও বোদা উপজেলার পাঁচপীর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন কবীর লায়ন মেসার্স প্যারেন্টস ট্রেডার্সের নামে ডিলারশিপ পেয়েছেন। একই উপজেলার বোদা পৌরসভায় ডিলার হয়েছেন প্রতিমন্ত্রীর ভাগনের স্ত্রী আনোয়ারা পারভীন। তিনি পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দিলরেজা ফেরদৌস চিন্ময়ের স্ত্রী।

এ ছাড়া তেঁতুলিয়া, সদর, আটোয়ারী, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী, তাঁদের স্ত্রী-সন্তান এবং আত্মীয়স্বজনের নামে ডিলারশিপ দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। তালিকায় সংসদ সদস্য নওশাদ জমিরের আত্মীয় ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার স্বজনদের নামও রয়েছে।

আবেদনকারীদের কয়েকজন অভিযোগ করেছেন, একই পরিবারের একাধিক সার ও টিসিবির ডিলারশিপ থাকার পরও নতুন করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত সার ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে দলীয় পরিচয় বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) পঞ্চগড় জেলা শাখার সংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ভুট্টু বলেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া দলীয় পরিচয়ে ডিলার নিয়োগ হলে সার বিতরণব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তবে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল মতিন বলেন, উপজেলা কমিটি প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভার জন্য তিনজনের নাম পাঠিয়েছে। তাঁদের কাগজপত্র যাচাই করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের দায়িত্ব উপজেলা কমিটির।

জেলা প্রশাসক শুকরিয়া পারভীন জানিয়েছেন, ডিলার নিয়োগ নিয়ে করা অভিযোগ তিনি এখনো দেখেননি। অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।